দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

গণশিক্ষা ।। লালমনিরহাট স্টাইল **শেষপর্ব**

লেখাপড়ার ব্যাপারে মহিলারা অনেক এগিয়ে—

।। মোনাজ্জাতউদ্দিন/গোকুল রায় ।।

নির্দিষ্ট বই পড়ানো ছাড়াও শিক্ষার্থীদের সামাজিকভাবে সচেতন করে তোলার কাজটিও চলছে। সপ্তাহে ৫ দিন ক্লাস। ক্লাস চলে আড়াই থেকে ৩ ঘন্টা। এর মধ্যে প্রথম ১ ঘন্টা শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে সমস্যা নিয়ে আলাপ করে, গল্প বলা, গান পরিবেশন করে। শুধু সই করা শেখা নয়, দরিদ্র কৃষক মজুর যাতে হিসাবনিকাশ করতে পারে, চিঠিপত্র, সরকারি প্রচারপত্র, সংবাদপত্র পড়তে ও বুঝতে পারে এরকম শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে।

৬ মাসের কোর্স। এটা শেষ হলে নতুন ব্যাচ ভর্তি করানো হবে। লালমনিরহাট জেলায় ১১ বছর থেকে ৪৫ বছর বয়সের নিরক্ষর নরনারীর সংখ্যা ২ লাখ ৬৮ হাজার। এদের মধ্যে ২৮ হাজার ৭৭০ জন প্রথম ব্যাচে পড়ছে। সেক্ষেত্রে এভাবে ব্যাচওয়ারী চললে পরে সবাইকে শিক্ষিত করে তুলতে বেশ কয়েক বছর লাগবে, ইতিমধ্যে বাড়বে নতুন নিরক্ষরের সংখ্যা। সেক্ষেত্রে প্রধান কর্মকর্তা মনে করেন পরবর্তী ২/৩টি ব্যাচে সবাইকে স্কুলে নিয়ে যাবার মতো ব্যবস্থা করা দরকার। দরকার ৮ হাজার স্কুল। দরকার বই, অর্থ, বিবিধ সরঞ্জাম এবং শিক্ষক। ইউনিসেফ কর্মকর্তারা প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম দেখে গেছেন। তারা একটি বৃহৎ আকারের পরিকল্পনা নিতে চান। এটা হলে পরে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে শিক্ষা-সচেতনতা ক্ষেত্রে বিরাট কিছু সাধিত হতে পারে। কিংবা দরকার সরকারের নিজস্ব অর্থানুকূল্যে পরিকল্পনা হাতে নেয়া। লালমনিরহাট হতে পারে একটি মডেল। কিন্তু দ্বিতীয় শিকেটি ছেঁড়ার সম্ভাবনা কম। এলাকাবাসী তাই মনে করেন।

মেয়েদের উৎসাহ বেশি : সামাজিক কার্যক্রমে গ্রামীণ মহিলাদের অংশগ্রহণ কম। তাদের শিক্ষার হার কম, মজুরি কম, ভোটদানের হার কম, কেবল তাদের ওপর শোষণ-নির্যাতন বেশি। কিন্তু লালমনির-হাটের গণশিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উল্টো চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পড়ুয়ার সংখ্যা, স্কুলে উপস্থিতি, শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ পুরুষের চাইতে মেয়েদেরই বেশি। পুরুষদের স্কুল ৪২৬টি, মেয়েদের ৫৩৩টি। অর্থাৎ ১০৭টি স্কুল বেশি। পুরুষ পড়ুয়া ১২ হাজার ৭৮০ জন। মহিলা পড়ুয়া ১৫ হাজার ৯৯০ জন। অর্থাৎ ৩ হাজার ২১০ জন বেশি। মেয়েরা নিজেরাই একে অন্যকে বাড়ি থেকে ডেকে আনছে স্কুলে। প্রত্যন্ত গ্রামের একটি স্কুলে অনুষ্ঠিত উদ্বুদ্ধকরণ সভায় উপস্থিত থেকে দেখা গেল সেখানে প্রায় ৩শ' পুরুষ উপস্থিত, কিন্তু মহিলা উপস্থিত প্রায় ৫শ'। তবে যারা গৃহস্থবাড়িতে 'চাকরানীর' কাজ করে, শহরে শ্রম দিতে যায়, খুব দুস্থ দুখি, ভিক্ষুক, এদের স্কুলে পাওয়া যাচ্ছে না। এমনও অনেক অভাবী এলাকা আছে সেখানকার মহিলারা একখানা শাড়ির অভাবে বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরুতে পারছে না। সেক্ষেত্রে শিক্ষার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে এখনো কোন পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি।

বসবার জায়গা অনেক স্থানে নেই। কোথাও কোথাও হ্যারিকেন কমতি, কেরোসিন সংকট। কারো শ্লেট ভাঙা, বেউ বই পায়নি। এমনও রয়েছে যে একটি বই (চেতনা-১) স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে পড়ছে। বই নিয়ে টানাটানি হচ্ছে।

এসব শতেক সমস্যা-সংকট সত্ত্বেও লালমনিরহাটের গণশিক্ষা কার্যক্রম চলছে। জিয়া আমলে যে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু হয় পরবর্তী সরকার আমলে তা টিলে হয়ে যায়। গণতান্ত্রিক সরকার আমলে পৃথক একটি 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ' খোলা এবং সেখানে যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার এক কর্মকর্তাকে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গণশিক্ষা কার্যক্রম দীর্ঘদিন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। হালে তা আবার একটুখানি গতি পেয়েছে। স্থানীয় কিছু উন্নয়ন সংগঠনের মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে গণশিক্ষার কাজে। দুর্নীতি হচ্ছে এন্তার। বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখ করবার মতো অগ্রগতি দেশের কোথাও সাধিত করতে পারেনি ঐ বিভাগটি। তবে এই লালমনিরহাট জেলার ১১৯টি কেন্দ্রে ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা দিয়েছে। এখানে একজন কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করেছে তারা।

এখন লালমনিরহাটের ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় গণশিক্ষা কার্যক্রম চলছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংস্থার প্রধানগণ এই ভিন্ন স্টাইলের কার্যক্রমটি পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে গেছেন। কিন্তু সচিব, কোন মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী- এরা এখনো প্রকল্প এলাকায় আসেননি।

শিক্ষা না হলে সামাজিক সচেতনতা আসবে না। আর্থ-সামাজিক অবস্থা পঙ্গু হয়ে থাকবে। শতকরা ৯০ ভাগ নিরক্ষর মানুষের লালমনিরহাট অন্ধকারেই থেকে যাবে।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্যে এখানকার যে গণশিক্ষা প্রয়াস তা কতটা সফল হয় তাই এখন দেখবার অপেক্ষা।